গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
সমন্বয়-১ শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

নং ২৯.০০.০০০০.২২৩.০২.০০১.২০২২-২৮১ তারিখঃ ০২/০১/২০২৩খ্রিঃ ।

প্রাপকঃ চেয়ারম্যান
রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদ।

বিষয়ঃ ***বিশেষ প্রকল্প কর্মসুচি হতে খাদ্যশস্য বরাদ্দ।***

মহোদয়

উপযুর্ক্ত বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে নির্দেশক্রমে জানানো যাচ্ছে যে, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার চেয়ারম্যান ৪নং কুতুকছড়ি ইউনিয়ন পরিষদ এবং চেয়ারম্যান, ১নং আটারকছড়া ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃক প্রস্তাবিত যথাক্রমে ৯ ও ১০টি মোট ১৯টি স্কীম/প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট চেয়ারম্যান-এর নামের পার্শ্বে উল্লিখিত পরিমাণ খাদ্যশস্য প্রদানের নিমিত্ত চেয়ারম্যান রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার অনুকূলে ৮০ মে.টন চাউল এবং ২০ মে.টন গমসহ মোট ১০০ (একশত) মে.টন খাদ্যশস্য নিম্নে বর্ণিত শর্তে মঞ্জুরি আদেশ প্রদান করা হলো।

(ক) চেয়ারম্যান, ৪নং কুতুকছড়ি ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, রাঙ্গামাটি সদর উপজেলা, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা:

ক্র.নং	প্রকল্পের নাম	চাউল	গম	মোট
১.	ডলুছড়ি পাড়া হতে জীবতলী মৌন পাড়া পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার।	৬		৫০
২.	মৌনতলা পাড়া হতে চংড়াছড়ি পাড়া পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার।	৬		
৩.	বটতলী পাড়া হতে নারানছড়া মৌন পাড়া পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার।	৬		
৪.	হাজাছড়া পাড়া হতে চংড়াছড়ি মৌন পাড়া পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার।	৬		
৫.	কলাবুনিয়া পাড়া হতে ডানে তৈমিদং পাড়া পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার।	৬		
৬.	পুটিছড়ি পাড়া হতে পুটিখালী নীচ পাড়া পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার।	৬		
৭.	তিন গজ্যা পাড়া বড় তেমিদং পাড়া পর্যন্ত রাস্ত সংস্কার।	৪		
৮.	বাজেছড়া হতে ডলুছড়ি মৌন পাড়া পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার।		৪	
৯.	সূর্য্য কুমার বাড়ী হতে চংড়াছড়ি শেষ সীমানা পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার।		৬	

(খ) চেয়ারম্যান, ১নং আটারকছড়া ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, লংগদু, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা:

ক্র.নং	প্রকল্পের নাম	চাউল	গম	মোট
১.	পেরাছড়া রন বিজয় চাকমা বাড়ী হইতে প্রিয় মোহন চাকমার বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার।	৪	১	৫০
২.	উত্তর ইয়ারিংছড়ি মানিক ধন চাকমা বাড়ী হইতে সত্যজিত চাকমার বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার।	৪	১	
৩.	ভাঙ্গামুড়া রমেশ চাকমা বাড়ী হইতে সতেজ চাকমার বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার।	৪	১	
৪.	বামে আটারকছড়া পয়সারাম চাকমা বাড়ী হইতে কালামন চাকমার বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার।	৪	১	
৫.	গদাবান্যাছড়া রমেশ চন্দ্র চাকমা বাড়ী হইতে সুভাষ চাকমার বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার।	৪	১	
৬.	রামতনুছড়া কালিজয় চাকমা বাড়ী হইতে শিমুল চাকমার বাড়ী পযর্ন্ত রাস্তা সংস্কার।	৪	১	
৭.	ছোট উল্টাছড়ি অমিত চাকমা বাড়ী হইতে মায়াময় চাকমার বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার।	৪	১	
৮.	ডানে আটারকছড়া কমল চাকমা বাড়ী হইতে ধন বিকাশ চাকমার বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার।	৪	১	
৯.	শিলাছড়া যন্ত্র মানিক চাকমা বাড়ী হইতে সুজল চাকমার বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার।	৪	১	
১০.	ছাদারাছড়া কাজল চাকমা বাড়ী হইতে শুভরাজ চাকমার বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার।	৪	১	

০২। অর্থ মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগের বাজেট অনুবিভাগ-১, শাখা-৩ এর ৬/০৭/২০২২ তারিখের ০৭.০০.০০০০.১০৩.২০.০২৮.১৩(অ-১)-০৭ নম্বর স্মারকমূলে ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের বাজেটে এ মন্ত্রণালয়ের অনুকূলে ১৫৫০১০১-সচিবালয়, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়-১২০০০১৯১৫-পার্বত্য জেলাসমূহে পুনর্বাসন কর্মসূচি-৩ আবর্তক ব্যয়-৩৭ সামাজিক সুবিধাদি-৩৭২২-অনগদ সামাজিক সহায়তা সুবিধাদি-৩৭২২১০১ ত্রাণ কার্য চাল, ৩৭২২১০২ ত্রাণ কার্য গম খাতে বরাদ্দকৃত খাদ্যশস্যের বিভাজন অনুযায়ি রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার দুর্যোগ মোকাবেলায় এবং বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজে ব্যবহারের জন্য বিশেষ প্রকল্প কর্মসূচি খাত হতে বহন করা হবে।

০৩। **শর্তসমূহঃ**

১. প্রকল্প গ্রহণকারী কর্তৃপক্ষ প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য সংযুক্ত ছক অনুসারে ৫ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করবে। ছক যথাযথভাবে পূরণ করে জেলা পরিষদ বরাবরে দাখিলপূর্বক প্রকল্প সভাপতি বরাদ্দের জন্য আবেদন করবে।

২. প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য দায়ী থাকবে।

৩. ছক অনুসারে প্রকল্প কমিটি এবং বরাদ্দের আবেদন প্রাপ্তির পর জেলা পরিষদ, উপবরাদ্দ প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ প্রকল্প কমিটি অনুসরণ করবে এবং পুনরায় বরাদ্দ প্রদান করবে।

৪. কোন প্রকল্পের বরাদ্দ ৩ (তিন) মে.টন অধিক হইলে তাহা কিস্তিতে প্রদান করতে হবে। প্রথম কিস্তি মূল বরাদ্দের অর্ধেকের বেশী হবেনা। একাধিক কিস্তির ক্ষেত্রে অবশ্যই পূর্ববর্তী কিস্তির খাদ্যশস্য ব্যবহারের মাষ্টার রোল সমন্বয় করা ছাড়া পরবর্তী কিস্তি ছাড় করা যাবেনা।

৫. ***বরাদ্দকৃত খাদ্যশস্য ব্যবহারে বিশেষ প্রকল্প কর্মসূচি*** বাস্তবায়ন সংক্রান্ত ***এই মন্ত্রণালয় কর্তৃক সর্বশেষ গত ১৯/১০/২০০৬ তারিখের*** ৩০০ নম্বর স্মারকের ***জারিকৃত নীতিমালার*** শর্তসমূহ (৭-১২) ***যথাযথভাবে অনুসরণ*** করার জন্য কঠোর ভাবে নির্দেশনা প্রদান করা হলো (কপি সংযুক্ত)।

৬. ইতোমধ্যে জেলা প্রশাসনের মাধ্যমেও উন্নয়ন কার্যক্রমের জন্য যে খাদ্যশস্য বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। ***প্রকল্প গ্রহণের*** ক্ষেত্রে Overlapping ***এড়ানোর জন্য জেলা প্রশাসক এর সাথে সমন্বয়*** করে ***প্রকল্প গ্রহণ*** ও বাস্তবায়ন করতে হবে।

৭. বরাদ্দকৃত খাদ্যশস্যের হিসাব নিরীক্ষার জন্য দালিলিক প্রমাণকসহ যথোপযুক্তভাবে সংরক্ষণ করা হবে এবং উপকারভোগীর সংখ্যা উল্লেখসহ খাদ্যশস্য ব্যবহার সংক্রান্ত প্রতিবেদন যথাসময়ে এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।

৮. বিশেষ কোন ব্যক্তি নয় এলাকার সামষ্টিক উন্নয়নের লক্ষ্যে ও সমাজের বৃহৎ জনগোষ্ঠির স্বার্থ বিবেচনায় প্রকল্প স্থান নিধারণসহ প্রকল্প পরিকল্পনা, রুপরেখা ও বাস্তবায়ন করতে হবে।

৯. ৩০/০৬/২০২৩ ***তারিখের মধ্যে বরাদ্দকৃত খাদ্যশস্য দ্বারা উন্নয়ন প্রকল্প*** বাস্তবায়ন ***সম্পন্ন*** করতে হবে।

১০. ***প্রকল্পের সঠিক*** বাস্তবায়ন ***নিশ্চিতকল্পে*** সংশ্লিষ্ট ***সংস্থা কর্তৃক তদারকি কমিটি গঠন*** করা হবে। ***উক্ত কমিটি কর্তৃক*** বাস্তবায়নাধীন/বাস্তবায়িত ***প্রকল্প পরিদর্শণ/পরিবীক্ষণ করে*** মন্তব্যসহ ***অগ্রগতি প্রতিবেদন যথাসময়ে এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ*** করতে হবে।

১১. ***পানি নিষ্কাশনে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে ও পরিবেশের জন্য*** ক্ষতিকর ***এমন কোন প্রকল্প গ্রহণ করা যাবে না;***

১২. ***প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সকল প্রকল্পের অনুকূলে বৃক্ষরোপন কর্মসূচি অন্তর্ভূক্ত*** করতে হবে।

১৩. ***বরাদ্দকৃত খাদ্যশস্য*** ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ (টি.আর) বিশেষ কর্মসূচি আওতায় প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য ব্যয় করতে হবে।

১৪. মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে উপযুক্ত প্রতিনিধি যে কোন সময় ও মুহূর্তে যে কোন প্রকার পরিদর্শন ও প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করতে হবে।

১৫. প্রকল্প কার্যক্রম সম্পর্কে জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে প্রকাশ্য স্থানে প্রকল্পের তথ্য সম্বলিত সাইনবোর্ড প্রদর্শন করতে হবে।

১৬. বরাদ্দকৃত খাদ্যশস্যের ব্যবহারের হিসাব নিরীক্ষার জন্য যথোপযুক্ত মাষ্টার রোল সংরক্ষণ করতে হবে।

২/১/২০২৩

(মো: হায়দার আলী মোল্লা)
সহকারী সচিব
ফোন-৫৫১০০৬৩০

নং ২৯.০০.০০০০.২২৩.০২.০০১.২০২২-২৮১

তারিখঃ ০২/০১/২০২৩খ্রি: ।

সদয় জ্ঞাতার্থে/কার্যার্থে অনুলিপি প্রেরণ করা হলো। (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়) ঃ

১. সিনিয়র সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয় ঢাকা।
২. সচিব, খাদ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩. অতিরিক্ত সচিব (সমন্বয়), পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৪. মহাপরিচালক, খাদ্য অধিদপ্তর, ১৬ আব্দুল গনি রোড, ঢাকা।
৫. আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক, চট্টগ্রাম।
৬. প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, পার্বত্য জেলা পরিষদ, রাঙ্গামাটি।
৭. মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৮. সচিবের একান্ত সচিব, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৯. সহকারী প্রোগ্রামার,পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়,ঢাকা (আদেশটি মন্ত্রণালয়ের ওয়েব সাইটে প্রকাশের জন্য)।
১০. চেয়ারম্যান, ৪নং কুতুকছড়ি ইউনিয়ন পরিষদ, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা।
১১. চেয়ারম্যান, ১নং আটারকছড়া ইউনিয়ন পরিষদ, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা।
১২. জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা।
১৩. অফিস কপি।

২/১/২০২৩

(মো: হায়দার আলী মোল্লা)
সহকারী সচিব

৯.

প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি

প্রকল্পের নাম ও ঠিকানা:
বরাদ্দের পরিমাণ:

ক্র:নং	সদস্যদের নাম ও ঠিকানা	পদবী	আইডি কার্ডের ফটোকপি বা সত্যায়িত ছবি লাগাতে হবে	স্বাক্ষর ও মোবাইল নম্বর
১				
২				
৩				
৪				
৫				

অনুমোদন দেয়া যায়।

প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা
------ পার্বত্য জেলা পরিষদ

নির্বাহী কর্মকর্তা
-----পার্বত্য জেলা পরিষদ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

নং- পাচবিম (সম-১)-৭৩/৯৮(অংশ-১)- ৩০৮ তারিখ ঃ- ১৯-অক্টোবর, ২০০৬

বিষয় ঃ বিশেষ প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মসূচীর জন্য তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের অনুকূলে বরাদ্দকৃত খাদ্যশস্য ব্যবহার ও বিতরণ নীতিমালা প্রসংগে।

নিম্নস্বাক্ষরকারী আদিষ্ট হইয়া জানাইতেছি যে, বিশেষ প্রকল্প কর্মসূচীর বিপরীতে, রাংগামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদের অনুকূলে বরাদ্দকৃত খাদ্যশস্যের ব্যবহার ও বিতরণ সম্পর্কে নিম্নলিখিত নীতিমালা সরকার অনুমোদন করিয়াছে ঃ-

(১) বরাদ্দকৃত খাদ্যশস্য উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে ব্যয়/ব্যবহার করিতে হইবে,

(২) বরাদ্দকৃত খাদ্যশস্য জনসংখ্যা ও দুঃস্থতার ভিত্তিতে উপজেলাওয়ারী উপবরাদ্দ প্রদান করিতে হইবে,

(৩) উপজেলাওয়ারী প্রাপ্ত উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ পরিষদ বৈঠকে অনুমোদিত হইতে হইবে,

(৪) এই কর্মসূচীর আওতায় বাঁধ ও সড়ক মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ, সর্দিগা নির্মাণ/সংস্কার, স্কুল কলেজ, মাদ্রাসা, মসজিদ মন্দির, কিয়াং, গীর্জা, এতিমখানা ও অন্যান্য জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের মেরামত, সংস্কার ও উন্নয়ন, জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশ উন্নতিকল্পে জনহিতকর কার্য, যাতায়াত ব্যবস্থার সুবিধার্থে বাঁশ ও কাঠের সাঁকো নির্মাণ এবং ছোট ছোট কালভার্ট নির্মান সংক্রান্ত প্রকল্প গ্রহণ করা যাইতে পারে।

(৫) কোন প্রকল্পে ১০ (দশ) মেঃ টন এর অতিরিক্ত খাদ্যশস্য বরাদ্দ করা যাইবে না। তবে বিশেষ ক্ষেত্রে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় প্রকল্পের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা বিবেচনা করে খাদ্যের পরিমাণ তারতম্য করিতে পারিবে, যাহা ২০ মেঃ টনের বেশী হইবে না,

(৬) প্রকল্প কার্যক্রম সম্পর্কে জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে প্রকাশ্য স্থানে প্রকল্পের তথ্য সমলিত সাইনবোর্ড প্রদর্শন করিতে হইবে,

(৭) প্রত্যেকটি প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য চেয়ারম্যানসহ ৫ সদস্য বিশিষ্ট একটি প্রজেক্ট কমিটি গঠিত হইবে,

(৮) সংশ্লিষ্ট পার্বত্য জেলা পরিষদ কর্তৃক মনোনীত একজন ব্যক্তি উক্ত প্রজেক্ট কমিটির চেয়ারম্যান হইবেন। সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ড মেম্বার/কমিশনার অথবা তাহার প্রতিনিধি, সংশ্লিষ্ট হেডম্যান, সংশ্লিষ্ট পার্বত্য জেলা পরিষদ কর্তৃক মনোনীত একজন মহিলা এবং স্থানীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান শিক্ষক অথবা তাহার মনোনীত উক্ত প্রতিষ্ঠানের একজন শিক্ষক প্রকল্প কমিটির সদস্য হইবেন,

(৯) স্কুল, কলেজ, মসজিদ, মাদ্রাসা, মন্দির, এতিমখানা ও অন্যান্য সমাজকল্যানমূলক প্রতিষ্ঠানের প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা কমিটি প্রকল্প কমিটির ২ (দুই) জন সদস্য মনোনীত করিবেন। সংশ্লিষ্ট পার্বত্য জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান প্রজেক্ট কমিটির চেয়ারম্যান এবং একজন সদস্য মনোনীত করিবেন। প্রতিষ্ঠানের প্রধান প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির সদস্য-সচিব হইবেন,

(১০) উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের জন্য প্রাপ্ত খাদ্যশস্য প্রাপ্তির ১(এক) মাসের মধ্যে প্রকল্প বাস্তবায়ন করিতে হইবে। কিস্তিতে খাদ্যশস্য প্রাপ্ত প্রকল্পের ক্ষেত্রে শেষ কিস্তির খাদ্যশস্য প্রাপ্তির ১(এক) মাসের মধ্যে প্রকল্প সমাপ্ত করিতে হইবে।

(১১) কোন প্রকল্পের বরাদ্দ ৩ (তিন) মেঃ টনের অধিক হইলে তাহা কিস্তিতে প্রদান করিতে হইবে। প্রথম কিস্তি মূল বরাদ্দের অর্ধেকের বেশী হইবেনা। একাধিক কিস্তির ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী কিস্তির খাদ্যশস্য ব্যবহারের মাষ্টার রোল সমন্বয় করা ছাড়া পরবর্তী কিস্তি ছাড় করা যাইবেনা।

(১২) প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য দায়ী থাকিবে,

(১৩) বরাদ্দকৃত খাদ্যশস্যের ব্যবহারের হিসাব নিরীক্ষার জন্য যথোপযুক্তভাবে মাষ্টার রোল সংরক্ষণ করিতে হইবে,

(১৪) মন্ত্রণালয় যে কোন সময় প্রকল্প পরিদর্শন ও প্রয়োজনীয় নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে।

২। ইতোপূর্বে জারীকৃত এতদসংক্রান্ত নীতিমালা বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে।

৩। উক্ত নীতিমালা যথাযথভাবে পালনের জন্য অনুরোধ জানানো যাইতেছে।

([illegible])
উপসচিব (সমন্বয়)
ফোন-৭১৬৬৭৪৭

(অপর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)